রোমাঞ্চকর চিত্র কাহিনী
A Book of Kuntal

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুলাই
১৯৮২
১২

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১২·০০

বিষয় পৃষ্ঠা

রোমাঞ্চকর চিত্র-কাহিনী

হারানো গ্রহের যন্ত্র-মানব
একসময় পৃথিবীতে সুসভ্য মানুষের বসবাস ছিল। ছিল বড় বড় সহর, বিস্ময়কর বিজ্ঞান আর আণবিক গবেষণা। তখনো মানুষ ছিল পরিশ্রমী। পরে তারা শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদ ও স্ফূর্তিতে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করলে চেতনা-সম্পন্ন যন্ত্র-মানব। মানুষ স্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে। কিন্তু সেই যন্ত্র-মানব একদিন আর মানুষের হুকুম মেনে চলতে রাজী হলে না।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত বসুর ছেলে সমীর ও তার ভাবী পত্নী নববর্ষের দিনে এক পার্কে বেড়াতে গেছে।

তখন সারা দেশ উৎসব মত্ত।

কিন্তু বন্ধুরা তাদের ঠিক খুঁজে বের করলো। তাদের বিয়ের সংবাদে জানালো অভিনন্দন।

এই ভাবে সকলেই যখন আমোদ প্রমোদে মত্ত তখন ভগ্ন—
-দূতের মতো এক যন্ত্র-মানব বা "রোবট" এসে সমীর বসুকে বললো——
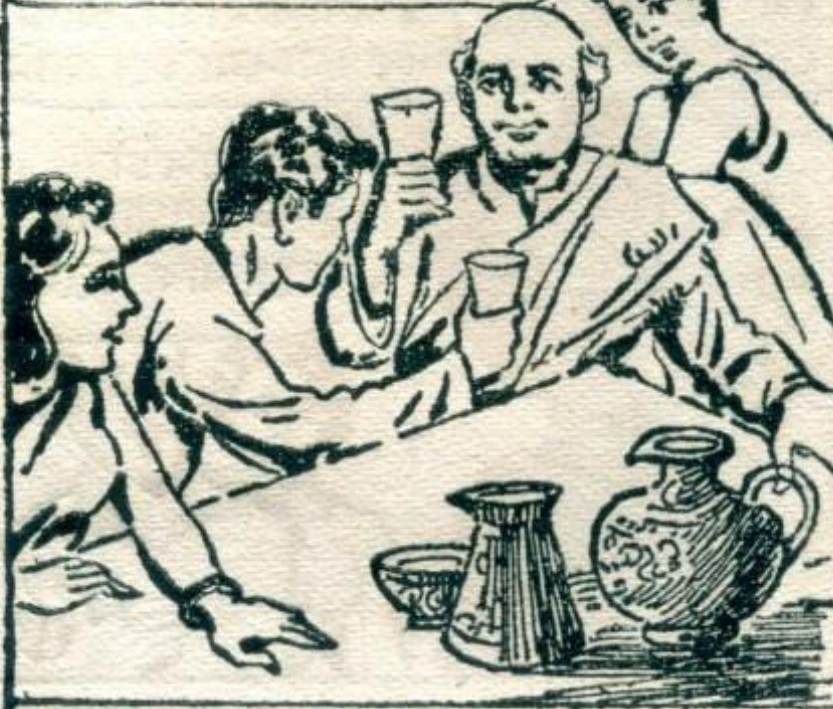
দেশের প্রেসিডেন্ট সেই সময় ভোজ সভায় খুব ফূর্তির সঙ্গে গল্পসল্প করছিলেন।
যাবার পথে সমীর ভোজ-সভার পাশে এসে উপস্থিত হল
আগে যন্ত্রমানবেরা মানুষের হুকুম তামিল করে নিজেদের ধন্য মনে করতো। কিন্তু আজ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে চাপা বিদ্রোহ।
ওহে আমাদের কি খেতে টেতে দেবেনা ?
মাপ করবেন সে হুকুম নেই
কি বললে ! তোমার নম্বর কতো ?
আমার নম্বর খ—সাত।
তোমার অধ্যক্ষকে বলো, তোমাকে গ বিভাগে নামিয়ে দেওয়া হল।
যন্ত্র মানবদের মধ্যে এরকম বিদ্রোহ ভাবতো আগে দেখিনি।— চল বাবার কাছে যাই—
অন্ধকার আকাশের গায়ে কাল পাহাড়ের মত মনে হচ্ছিল কারখানাটাকে। যেখানে রোবট তৈরী করা হয়। আগে মানুষেই এদের তৈরী করতো এখন রোবটরা নিজেরাই নিজেদের তৈরী করে।
বাবা আমাকে ডেকেছেন ?
হ্যাঁ। কারখানার যন্ত্রমানবরা বোধহয় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে। তাই একবার পরীক্ষা করে দেখতে ভেতরে যাব।
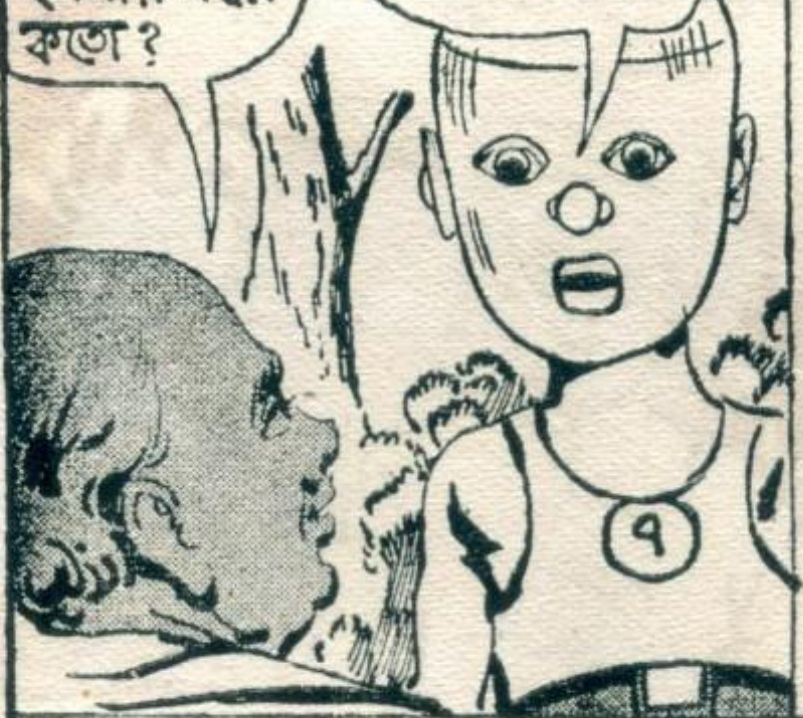
বিনা অনুমতিতে অধিক সংখ্যায় এরা নিজেদের তৈরি করছে। নির্দেশমত উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখছেনা ।
আমোদ প্রমোদ ছেড়ে মানুষ যে কাজের কথা ভাবতে পারে, এটা সমীর চিন্তাই করতে পারেনা ।
আমরা খুব আরাম প্রিয় হয়ে পড়েছি । তাই রোবটদের এই বেপরোয়াভাব।
কিন্তু বাবা...
তারপর তারা কারখানার ভেতরে ঢুকতে গেল কিন্তু রোবটরা তাদের পথ আটকাল ।
তোমাদের অধ্যক্ষকে বল আমরা কাজ দেখতে চাই
না সে হুকুম নেই। আপনারা দাঁড়ান, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আসি
কি! একটা রোবট আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছে!
এখন বুঝতে পেরেছ-তো, মানুষের অধিকার আর বেশী দিন নেই।
আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।
বসু বংশ খুব সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিমান। এই বংশের প্রায় সকলেই বৈজ্ঞানিক
এই নাও অস্ত্র বানানোর কতকগুলো মাইক্রোরেকর্ড। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করবে ।
মানুষকে আবার অস্ত্র বানাতে হবে। সন্ধ্যা তোমাদের সন্তান-দের বলো তারা যেন মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে
হ্যাঁ আমাদের মনে থাকবে ।
আমরা মনে রাখবো
সেই সময়
শুধু আপনি ভেতরে যেতে পারেন । কিন্তু আর কেউ নয় ।
বাবা!!
8

তোমরা বাইরে থাক আমার মনে হচ্ছে, ওরা নিশ্চয় অস্ত্র তৈরী করেছে।
বাবা খুব সাবধানে যাবেন!
এই ভাবে তারা যখন বাইরে অপেক্ষা কর-
ছিল তখন দূর থেকে — উৎসবের হাসি তামাশা ভেসে আসছিল।
হা! হা!
অদৃষ্টে কি যে আছে কে জানে?
ও কিচ্ছু না, বাবা মিছেমিছি ভয় করছেন।
এক ভয়ংকর বিপদের জাল যেন নিঃশব্দে তাদের চারিদিক থেকে গুটিয়ে আসছিল!
খুব শীঘ্রই আমাদের বিদ্রোহ শুরু হবে।
আমি তরুণ রোবট, মানুষের হুকুম মানিনা।
সমীর কি সামান্য রোবটকে ভয় করবে
তুমি এখানে কাজ কর? তোমার নাম কি?
এখনও সংকেত আসেনি, জবাব দাও।
হ্যাঁ, এখানেই কাজ করি। নম্বর শ-৩
গত ১৫ দিনে কত উৎপাদন হয়েছে, সেটা আমি জানতে চাই।
আমাকে এ প্রশ্ন করার জন্য অধ্যক্ষের হুকুম নিয়েছ?
আমি মানুষ, আমি রোবটকে হুকুম করছি। প্রশ্নের জবাব দাও।
গত ১৫ দিনে ৫০টি নতুন রোবট তৈরী হয়েছে আগের চেয়ে সামান্য কয়েকটি বেশী।
৫

তখন হঠাৎ—
তুমি ঠিক কথা বলছ তো ?
সমীর! ওপরে ঝুল বারান্দার দিকে তাকাও!
এই ভাবে সমস্ত মানুষকে আমরা টিট করবো।
ওঃ সমীর..
এ তো আমার বাবা।
খুন করেছে, একটি রোবট আমার বাবাকে খুন করেছে।
ভীষণ ক্রোধে সমীর— প্রেসিডেন্টের কাছে ছুটে গেল—
রোবট ক্রীতদাসেরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে। চক্রান্ত করেছে আমাদের প্রভু হবে
দেখছি, কে এ কাজ করেছে ? তাকে কঠিন শাস্তি দেবো।
এক্ষুনি আমাকে জানাও, কে এ কাজ করেছে ?
না, সে হুকুম নেই।
'মানুষের নিজের দোষে তার— সভ্যতা সংস্কৃতি সব ধ্বংসের মুখে এসে উপস্থিত হল।
এত দিনে সময় হয়েছে।
হত্যা করো মানুষ কে।
তোমাদের সকলকে ভীষণ শাস্তি দেবো
৬

বাঁধভাঙা জল-স্রোতের মতো রোবট বিদ্রোহ মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।
রোবটের হাতে অস্ত্র? এ অনুমতি কখনই দেওয়া যায়না।
ওরে মানুষ তোর শেষ কথা বলে নে।
বাঁচাও! বাঁচাও!
হত্যা করো, মেরে ফেল।
এর মধ্যে সমীর ও সন্ধ্যা স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো।
ওঃ ভগবান আমরা কি করবো
উঃ মাগো!
যত জোরে পার দৌড়াও।
এমন ভীষণ রক্তাক্ত হত্যা কান্ড ঘটে গেল যা কিম্বা স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করা যায়না।
দৌড়াও, আরও জোরে।
হাঃ হাঃ ওরা হাজারে-হাজারে মারা পড়েছে।
থেমে যেওনা, — দৌড়াও।
আমি-আমি চেষ্টা করছি।

মানুষের হাতে গড়া সাধের সভ্যতা স্বপ্নের মতো যেন মিলিয়ে গেল।

তাড়া খাওয়া বন্যজন্তুর মতোই সে এখন অসহায়।

হাজার হাজার বছর পরে মানুষ আবার গুহাবাসী হল।

মনুষ্য সভ্যতা কখনও ধ্বংস হবেনা, সে আবার জীবনের জয়গান গাইবে।

মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে একদিন সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠেছিল। তাকে আবার সংগ্রাম করেই নিজের অধিকার কায়েম করতে হবে।

এক সময় আমাদের পরিবার কৃতি বিজ্ঞানী পরিবার ছিল। আমরা আবার বিজ্ঞান চর্চা করবো।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। পাঁচ বছর মানুষ বনে বনে তাড়িত পশুর মতো ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু মনে আশা রেখেছে তারা আবার তাদের অধিকার ফিরে পাবে এবং সে অধিকার ফিরে পেতে সমীর তাদের সহায় হবে, নেতৃত্ব দেবে।

সে তার জন্য চেষ্টাও করছে, কিন্তু সে কাজ এত কঠিন সময় সময় অসম্ভব মনে হচ্ছে।
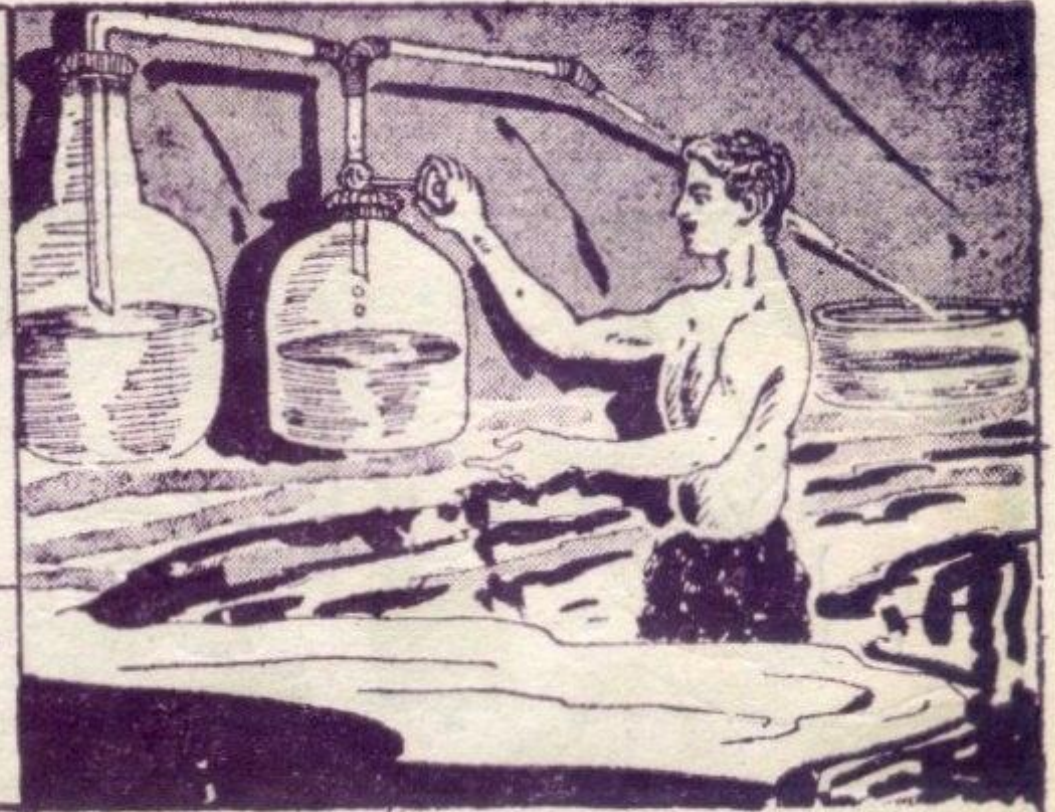
পাহাড়ের গুহায় একটি ছোট্ট পরীক্ষাগার, সম্বল সামান্য যন্ত্রপাতি ও অতি সাধারণ উপকরণ।
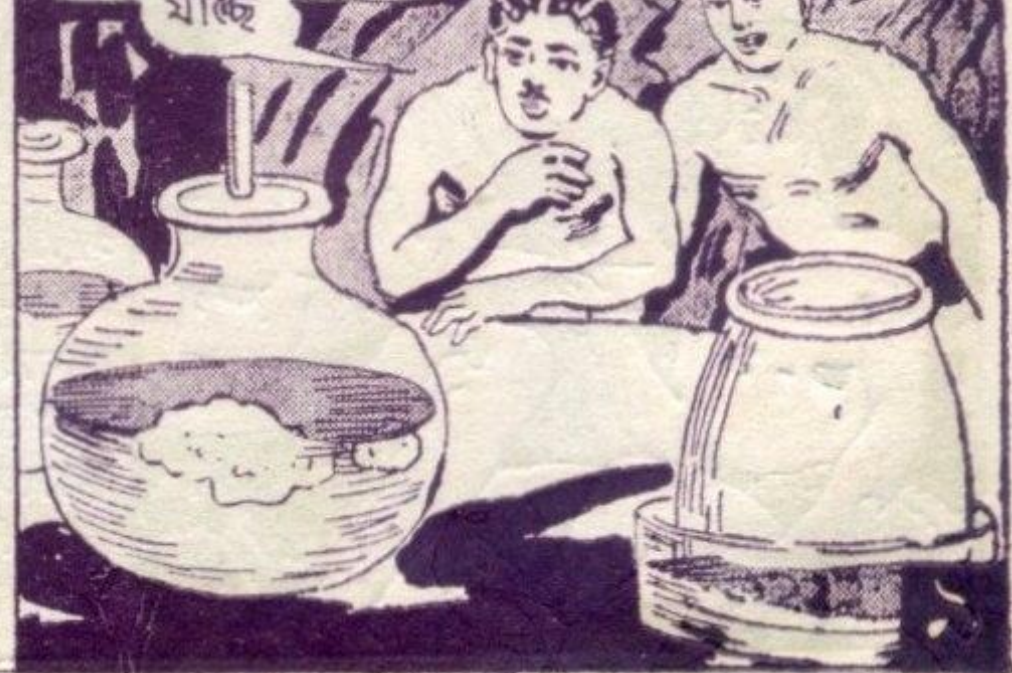
কৃত্রিম চামড়া যার দ্বারা সমীর নিজেকে রোবটের ছদ্মবেশে সজ্জিত করবে
এটা তোমার উপর ঢালাই করে দিলে একমাস পর্য্যন্ত নষ্ট হবেনা। একমাস আশা করি যথেষ্ট
আমিও তাই ভাবছি
আমরা অস্ত্র তৈরি করবো কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে বর্ত্তমানে রোবটেরা কত শক্তিশালী, তাই আমাকে সেখানে যেতে হবে।
দেখো খুব সাবধান
ইতিমধ্যে তাদের একটি সন্তান জন্মেছে নাম রাজা
এই সোজা হয়ে বস
বাঃ ওর একটুও ভয়নেই দেখছি, তুমি বন্য সন্ধ্যা।
হবেনা ওর জন্মযে বোস বংশে
রাজা যাতে বঙ্গ—বংশের উপযুক্ত সন্তান হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্য সন্ধ্যার চেষ্টার কোন এটী ছিলনা। এই জন্যই রাজা এই বয়সেই এত নির্ভীক হয়ে উঠেছে।
তুমি তো একটা রোবট, তোমার কোন শক্তি নেই শুয়েপড়ো।
জানো বাবা, আমি রোবটদের একটুও ভয় পাইনা। ওরা তো যন্ত্র, তাই না?
হাঁ বাবা, তুমি ঠিক বলেছ
অবশেষে সেই নির্ধারিত দিন এল যেদিন সমীরের বন্ধুরা সমীরের শরীরে সেই কৃত্রিম চামড়া ঢালাই করে দিল এবং রোবটের ছদ্মবেশে সাজিয়ে দিল।
আশা করি এটা তোমার গায়ে ঠিক বসেছে?
হাঁ
৬০

এবার সে প্রস্তুত হল
আমাকে ঠিক রোবটের মতো লাগছে তো
হাঁ একেবারে ঠিক
সন্ধ্যা আমাকে চিনতে পারছো
উঃ তাই বল তুমি সমীর। ভয় পেয়োনা রাজা উনি তোমার বাবা
রোবট তাহলে দেখতে এই রকম, আমি কিন্তু একটুও ভয় পাইনা বাবা
বাঃ এইতো চাই
বিদায়, বিদায় বন্ধুগন আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো
গা ছম্ ছম্ অন্ধকার বনভূমি, সমীর এগিয়ে চলেছে
হয়তো তারা আরও বুদ্ধিমান হয়েছে। আমায় যদি চিনে ফেলে তাহলে আর আমার আশা নেই
দিন কয়েক চলার পরে সে উত্তর নগর নামে এক বিরাট নগরে উপস্থিত হল এবং রোবট প্রহরার সম্মুখীন হল
যা থাকে কপালে ... আমি এই রোবট বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করি

সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল
তোমরা কি উত্তর শহর থেকে আসছো? আমি হারিয়ে গেছি আমি সেখানেই যাব।
না আমরা দক্ষিণ থেকে আসছি আমরা মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি।
তুমি কোন শ্রেণীর তোমার নম্বর কতো?
আমি খ শ্রেণীর নম্বর-১১ কিন্তু আমার বুদ্ধি 'ক' শ্রেণীর রোবটের মতো
তবু এরা সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে কেন
কিন্তু তোমার চামড়া খয়ে যাচ্ছে কেন তোমার বয়স কতো? তোমাকে পুরো পাঁচ বছরের বলে মনে হচ্ছে
না আমার বয়স মাত্র তিন
যাক, তোমাকে সান্ধ্যনিবাসে পাঠাচ্ছি, সেখানে তোমাকে পরীক্ষা করা হবে
কিন্তু আমার মধ্যে কোন গলদ নেই
সান্ধ্য-নিবাস জীবনের অন্তিম পর্বে রোবটদের এখানে রাখা হয়ে থাকে।
এখানে এরা শান্ত ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।
মৃত্যুর আশঙ্কা এদের কিছুমাত্র বিচলিত করেনা
খ-নম্বর ১১ তুমি ওখানে গিয়ে বস
ধন্যবাদ
আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে
সমীর শুরু করে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ
তুমি কোত্থেকে আসছো
আমি সাউথ-সিটি থেকে আসছি
এই ভাবে সময় কেটে যায় অন্ধকার হয়ে আসে সমীর দরজার দিকে এগোয়
জানিনা এর গায়ে কিরকম শক্তি আছে তবু এখনই পালাবার সুযোগ যে কোন রকমে একে অতিক্রম করতেই হবে
১২

তারপর
আঃ......
তুমি শুধু মাত্র রোবট.... তোমাকে লড়াইয়ের জন্য তৈরি করা হয়নি।
ওঃ....
গ
পরমুহূর্তে হরিণের বেগে সমীর ছুটে চলে জঙ্গলের মধ্যে
তারা নিশ্চয় নিকটতম সহরে খবর দেবে। কাজেই আরও দূরে শিল্পনগরীতে আমাকে যেতে হবে
কয়েকদিন পর সে শিল্পনগরীর দুয়ারে এসে দাঁড়ায়
কে তুমি দাঁড়াও, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।
আমি 'ক' নম্বর+৮ প্রশ্ন কর
ভাগ্যদেবী তার প্রতি অথবা সমস্ত মানবজাতির প্রতি বোধ হয় প্রসন্ন হচ্ছিলেন, তাই তার কোন বিপদ হলনা এবং সে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল এবং কাজ পেল
পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানেই কাজ কর
সমীর এখানকার গ্রাফটিং রুমে বেশ সন্তোষজনক ভাবে কাজ করতে লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারল যে সব সময় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।
আমার তৈরি চামড়া থেকে এগুলো সামান্য কিছু তফাৎ মাত্র
১৩

চুপি চুপি সে একদিন অন্য কারখানায় গিয়ে দেখে এল কি ভাবে প্লাস্টিকের কঙ্কাল তৈরি করা হয়
আমার বাবা যে নিয়মে কঙ্কাল তৈরি করতেন এ তার থেকে খুব বেশী তফাৎ নয় তো
কয়েক দিনের চেষ্টায় সে এ বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে জানতে পারল
কিন্তু এরা রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে শরীরের পেশীগুলো অনেক শক্তিশালী করছে
এ রকম ব্যাপারই সে আশা করছিল
এরা ক্রমশই নিজেদের আরও বেশী চেতনাসম্পন্ন করছে মানুষের মতো
যা জানতে এসেছিলাম তো জানা হয়ে গেল এখন এখান থেকে পালোবার উপায় বের করতে হবে
সামান্য অসাবধানতায় কৃত্রিম চামড়া ভেদ করে সমীরের হাত কেটে গেল
উঃ
কি হল চনম্বর
মানুষের মতো ওর হাত কেটে রক্ত বেরোতে দেখে রোবটেরা দিশেহারা হয়ে গেল
আঃ...
রক্ত মানুষের রক্ত
তখন রোবটদের মধ্যে একটা ভীষন আলোড়নের সৃষ্টি হল. সমীর দেখল যে আর কোন আশা নেই তখন সে সামনের রোবটের উপর প্রচন্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং জানালার দিকে ছুটে গেল।
১৪

এই জানলা ছাড়া পালাবার আর কোন পথ নেই
মানুষ, একটা মানুষ আমাদের মধ্যে
তাড়াতাড়ি কর্নেলকে ডাক
ঝ...ন্...ন্
আশ্চর্য্য কৌশলে সে সহর থেকে বেরিয়ে এল
আমি নিশ্চয় রোবটদের ধ্বংশ করতে পারব
বনজঙ্গলের মধ্যদিয়ে কোন রকমে পথ করে সে ফিরে এল বাড়ী।
ওই যে তোমার বাবা আসছেন
ভাল আছ রাজা, তুমি এ কয়দিন একটুও দুষ্টুমি করনি ?
আর দেরী নেই আমরা প্রায় প্রস্তুত। রোবটদের বিলুপ্ত করার সব সরঞ্জাম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।
অপেক্ষা করে আছি উপযুক্ত সময়ের।
ঐ দেখ সন্ধ্যা আমাদের আশা সফল হবার সূচনা দেখা যাচ্ছে প্রভাত অরুণের কিরণ রেখায়।
১৫

রোবটদের ভয়ে সহর ছেড়ে জঙ্গলে এসে গোপনে আত্মরক্ষা করতে লাগল সমীর তার লোকজন নিয়ে। গুহা কন্দরে রসায়নাগার স্থাপন করে তৈরী করতে লাগল অস্ত্রসস্ত্র। তারপর সমীর গোপনে রোবটদের কার্য্যকলাপ দেখে ফিরে এসে রোবটদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। রোবটদের ধ্বংশ করার অস্ত্র তৈরী প্রায় তখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এই প্রস্তুতিতে ইতিমধ্যে দশ বছর কেটে গেছে।

সমীরের পুত্র রাজা কাছেই খেলা করছিল। তার বয়স নয়।
মানুষ কাজ করে কেন জান সন্ধ্যা? ছেলে-মেয়েদের জীবন যাতে সুখের হয় তাই না?
হ্যাঁ। তারাই তো আগামী যুগের মানুষ
রোবটদের বুকে মারব একটা গুলি মারলেই ধপাস্
রোবট শুনে শুনে ছেলেটাও রোবটদের শত্রু বলে দেখছে
তোমারই তো ছেলে
তোমার ঘুমের সময় হয়েছে রাজা। আর খেলতে হবে না
আজ না খোকা। আমি ফিরে এসে তোমায় রোবট মারার গল্প বলব। লক্ষ্মী ছেলে, এখন ঘুমোওগে।
না আমি রোবট মারতে যাব।
তোমার হাতে কি রাজা?
আমার এক বন্ধু দিয়েছে এটা আমার। তোমায় দেব না।
আচ্ছা ওটা তুমি রেখে দাও। ওটা রশ্মি-পিস্তলের মডেল। অস্ত্র তৈরী করবার আগে নমুনা তৈরী করেছিলুম। যাও বাবা এখন ঘুমোও গে।
সন্ধ্যা রাজাকে ঘুম পারাতে নিয়ে গেছে সুধীর। এই দেখ হাওয়ার গতি বদলাচ্ছে। সাবধানে যেতে হবে যাতে রোবটরা আমাদের গন্ধ না পায়।
আমরা ঘুরে বায়ুপ্রবাহের দিক ধরে এগোব
১৭

ওদের হঠাৎ চমকে দিতে হবে। অবশ্য এতদিনে যদি না ওরা নতুন কিছু আবিষ্কার করে নিজেদের অজেয় না করে থাকে -
সমীর! সমীর!!
সমীর। রাজা নেই
কোথায়?
আমরা ঘুমোচ্ছিলাম। চোখ খুলে দেখি রাজা পালিয়েছে -
এই দেখ। ছোট পায়ের ছাপ গুহার বাইরের দিকে গেছে
না না সে সাহস ওর হবে না। এখনি ওকে খুঁজে পাব।
রাজা! রাজা!! তুমি কোথায়!!!
এই দেখ আরো পায়ের ছাপ বাইরের দিকে যাচ্ছে -
রাজা! রাজা!!
গুহার বাইরে যদি রোবটরা এখন ঘোরা ফেরা করে তাহলে শুনতে পেলে বিপদ হবে।
সন্ধ্যা! এত চেঁচামেচি করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।
তাছাড়া তাকে খুঁজব কি করে - - -
ঐ দেখ!
৪৮

এরা যে সন্ধানীর দল
রোবট পাজি! আর তোদের নিস্তার নেই!
সন্ধানী দল। এদের নেতা হল থ+ম শ্রেণীর রোবট।
আরে এটা মানুষের বাচ্চা। ভয় দেখাচ্ছে। ধরে নিয়ে চল্ ডিভিসন ইনসপেক্টারের কাছে।
পাজি— ছুঁচো! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।
আ ইইইই!
স্‌স্‌স্‌স্‌স্‌!
কেমন বন্দুকের আলো। দাঁড়া এইবার তোদের বন্দী করব।
রাজা। রাজা!!
ওরা যে পালাল বাবা। আর একটু হলেই ধরে ফেলতুম।
রাজা! তোমার জন্য আমি ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম।
আমি কিন্তু রোবটদের ভয় পাই নি।
মানুষ আর ওদের ভয় পাবেনা রাজা।
দেখ খেলনার বন্দুকের রশ্মিতে ওরা আহত হয়। পাঁচ বছর আগে আমি জানতে পেরেছিলুম রোবটরা অদের ধাতুদেহকে মনুষ্যদেহের মত সংবেদনশীল করে তুলছে।
তোমার বাজার আক্রমনে অজানা গেছে এবার আমরা জিতব।

ওদিকে রোবটদের শিল্পনগরীতে আহত রোবট দুজন সংবাদ দিচ্ছে
মানুষের বাচ্ছার রশ্মির আঘাতে আমাদের মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে যায়। এত অসহায় কখনও বোধ করি নাই।
কাপুরুষ! যাও ৪০ নং বিচারঘরে। তোমাদের শাস্তি দিয়ে নিম্নপদে নামান হবে।
যান্ত্রিক উন্নতির ফলে রোবটরা এখন মানুষের মত ভয় ও ব্যথা পায়।
দয়া করে শাস্তি দেবেন না আমার ভীষণ লাগে!!
এদিকে এখবর শিল্পনগরীতে ছড়িয়ে পড়ল।
শুনেছ! আমাদের সন্ধানী সেনাকে একটা মানুষের বাচ্ছা আক্রমন করেছিল।
থ+থ নেতা তার কাছ থেকে পালিয়েছিল।
মানুষের ভয়ে রোবট-নায়ক মানুষদের আবাস আক্রমন করার নির্দ্দেশ দিলো।
এখনই সৈন্য সাজাও। আজ রাত্রেই মানুষদের ডেরা আক্রমন করতে হবে।
জো-হুকুম!
সেদিন রাতে সৈন্যরা মার্চ্চ করে শিল্পনগরী থেকে বেরোল।
লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌!
ঠিক সেই সময় মানুষদের ডেরায় সমীর বিদায় নিচ্ছে
এবার যাচ্ছি! আবার আমাদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে।
সমীর সাবধানে যেও।
বাবা! একটা রোবট ধরে এন।
২০
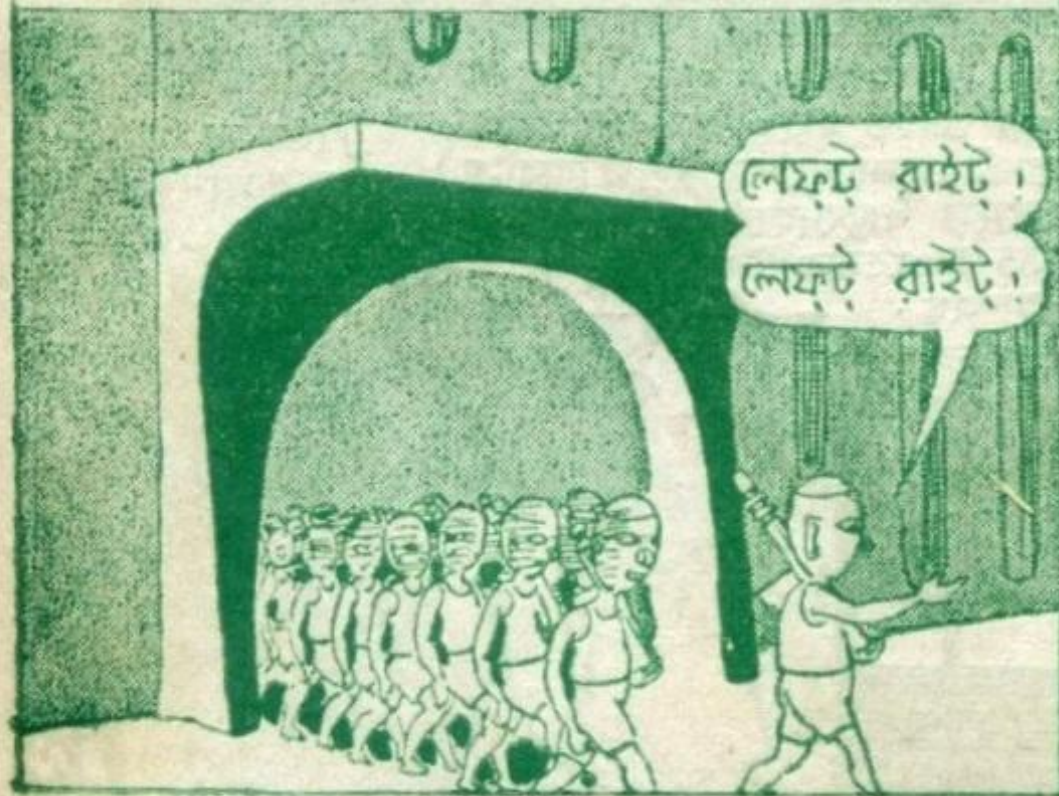
মানুষরাও দল বেঁধে রোবটদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলল।
জঙ্গলের শেষ প্রান্তে এসে –
ঐ দেখ রোবটদের সেনাবাহিনী আসছে
এরা দলে আরো ভারী মনে হচ্ছে।
ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হল। রোবটরা জিতলে পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
ঐ দেখ ওরা পালাচ্ছে।
শারীরিক যন্ত্রণা ওরা সহ্য করতে পারছে না। কি ভীষণ চিৎকার করছে।
ও--ও--ও
আ--আ ---আ
এই শেষ সৈনিক রোবটদলের।
এবার তোর পালা –
আ---আ ---আ

রোবট সৈন্যরা পরাজিত হয়েও বারবার ফিরে আক্রমন করছে। শিল্পনগরীতে ওদের নায়ককে ধরতে হবে।
ঠিক বলেছ। যন্ত্রের সাহায্যে সে ওদের সাহস যোগাচ্ছে। ওকে আগে মারা দরকার।
পাচিল টপকে আমার সঙ্গে চলে আয় সমর আমরা যন্ত্রঘরে যাই চল।
যন্ত্রঘরে রোবটনায়ক
মানুষদের ভয় পেয়োনা সকলকে মেরে ফেল।
ঐ যে ওখানে।
এইতেই ওর কথা বন্ধ হয়ে যাবে।
নায়কের অবসানে রোবটরা কেউবা পালাতে লাগল কেউবা নিজে নিজেই শক্তি হারিয়ে পড়ে যেতে লাগল। মানুষের বুদ্ধির জয় হল।
সহযোগীদের উদ্দেশ্যে সমীর বললে।
ওদের জঙ্গলে তাড়িয়ে দিলেই রসায়নাগারের অভাবে আর রোবট তৈরী হবে না। ওরা আপনিই মরে যাবে।
দিনের আলোয় সমীর স্ত্রীপুত্র নিয়ে তার পৈত্রিক আবাসে বহুদিন পরে ফিরে এলো।
২২